দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 5 NOV 2012
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

কোচিং বাণিজ্যের তথ্য সংগ্রহ করছে মনিটরিং কমিটি

নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে মন্ত্রণালয়

■ নিজামুল হক

কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত হবে। আর তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নীতিমালায় বলা হয়েছে, কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকের এমপিও স্থগিত, বেতন-ভাতা স্থগিত, বেতন একধাপ অবনমিতকরণ, বার্ষিক বেতন ভাতা বৃদ্ধি স্থগিত, সাময়িক বরখাস্ত এবং চূড়ান্ত বরখাস্ত করা হবে। পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ১

কোচিং বাণিজ্যের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আর অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দেয়া হবে। এছাড়া কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা না মানলে অভিযুক্ত শিক্ষকের ছয় মাসের জেল এবং দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান রেখে ইতিমধ্যে শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত হয়েছে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য গঠিত মনিটরিং কমিটির সভাপতি সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে কোচিং বাণিজ্যে অভিযুক্ত শিক্ষকের নাম খুঁজে বের করছি। তদন্ত শেষে তাদের নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠাই। তিনি বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয়ের সাথে মনিটরিং কমিটি কাজ করছে। ইতিমধ্যে তদন্ত করে ৩০ জন অভিযুক্ত শিক্ষকের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান।

কমিটির সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল বলেন, আমরা ঢাকা জেলাকে তিন ভাগে ভাগ করে শিক্ষকদের নিয়ে কয়েকটি সভা ইতিমধ্যে করেছি। তিনি বলেন, বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছি। এ ছাড়া স্ব-উদ্যোগেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করছি। এ বিষয়ে সভা করে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশীদ বলেন, শিক্ষকরা যাতে কোচিং বাণিজ্যে জড়িত না থাকে সে কারণে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোচিং বাণিজ্য বন্ধে মনিটরিং কমিটি করা হয়েছে। এই কমিটি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে শিক্ষকদের কোচিং থেকে বিরত রাখবেন। কোচিংয়ে যুক্ত শিক্ষক খুঁজে বের করবেন। তাদের বিরুদ্ধে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। কোচিং বাণিজ্যে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও অভিযুক্ত হচ্ছেন। তাদের বিরুদ্ধেও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান।

মাউশির এক কর্মকর্তা বলেন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকের বিরুদ্ধেও কোচিং বাণিজ্যের অভিযোগ অধিদপ্তরে এসেছে। এ কারণে এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

মনিটরিং কমিটি সক্রিয় নয়, অভিমত অভিভাবকদের: কোচিং বাণিজ্য বন্ধে প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে গঠিত কমিটি সক্রিয় নয় বলে অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন।

আইডিয়াল স্কুলের অভিভাবক আরিফুল ইসলাম জানান, কোচিং বাণিজ্যে জড়িত শিক্ষকদের খুঁজে বের করতে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। নেই কোন ব্যবস্থা। শুধু সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতেই সরকার সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে দর্শানো নোটিস দিচ্ছে। পাশাপাশি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গভর্নিং বডিকে নির্দেশ দিচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এ অভিযোগের কারণে হাতেগোনা কিছু শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। কোচিং বাণিজ্যে জড়িত সকল শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয়।

অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু বলেন, যে সদস্যদের নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে তারা সক্রিয় নয়। এদের পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই কমিটি দিয়ে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বলে তিনি অভিযোগ করেন।